মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি গবেষণা বিভাগের অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মন্তব্য/পরামর্শ থাকলে ই-মেইল (arjina.efa@bb.org.bd; golam.moula@bb.org.bd) এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

প্রতিবেদন প্রস্তুত কমিটি

প্রধান সমন্বয়কারী

ডঃ মোঃ আখতারুজ্জামান

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

সমন্বয়কারী

মাহফুজা আকতার

মহাব্যবস্থাপক

সদস্য

মুহঃ গোলাম মওলা

উপ-মহাব্যবস্থাপক

আরজিনা আক্তার ইফা

যুগ্ম-পরিচালক

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারার প্রেক্ষাপটে ২০১৭ অর্থবছরের ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে ২০১৮ অর্থবছরের প্রথমার্ধের জন্য মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরের প্রথমার্ধের জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১২.১০ শতাংশ এবং এর মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৬.১০ শতাংশ যার বিপরীতে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৪.৪৮ শতাংশ ও ১৮.১৩ শতাংশ। গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি আলোচ্য অর্থবছরের জন্য অনুমিত উর্ধ্বসীমা ৫.৫ শতাংশ এর বিপরীতে ডিসেম্বর ১৭ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৭০ শতাংশ। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য কিছুটা উর্দ্ধমুখী প্রবণতা বিদ্যমান থাকায় এবং সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক/মানব সৃষ্ট দুর্যোগ (বন্যা, হাওড় এলাকায় জলোচ্ছাস, রোহিঙ্গা শরনার্থীদের অনুপ্রবেশ) এর ফলে দেশে খাদ্য উৎপাদন এবং সরবরাহের উপর চাপ সৃষ্টির সূত্রে মূল্যস্ফীতিতে উর্দ্ধমুখী প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রপ্তানি ও রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহে বৃদ্ধি সত্ত্বেও মূলতঃ আমদানি ব্যয় বেশি হওয়ায় বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য এর চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত ক্রমে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৯৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা টাকার ওপর অতিমূল্যায়ন চাপ উপশম করে রপ্তানীকারকদের প্রতিযোগিতার সামর্থ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক অবদান রাখবে।

২। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা যোগান (M2) ঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১০২৮৭.০০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.৬৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১০৫৬০.০৯ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে এ প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১.২৪ শতাংশ এবং ২.৪২ শতাংশ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা যোগান এর উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে মেয়াদি আমানত ও তলবি আমানত এর প্রবৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩.১২ শতাংশ এবং ৬.২৪ শতাংশ। এ সময়ে জনগণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রার (Currency outside banks) পরিমাণ ২.৭৮ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৩.৪২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৭ (জানুয়ারি, ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৭) শেষে মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১০.৬৯ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ২৩.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল (চিত্র-১)।

চিত্র-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

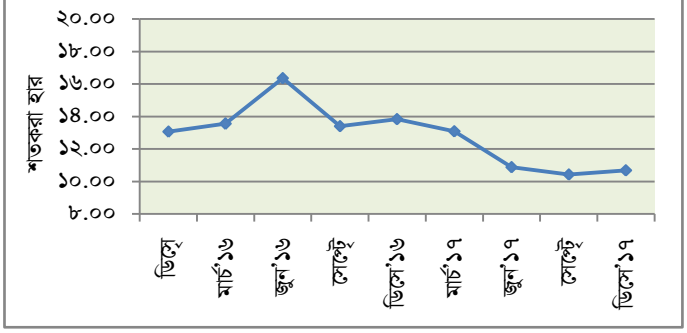

চিত্র-২ঃ বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

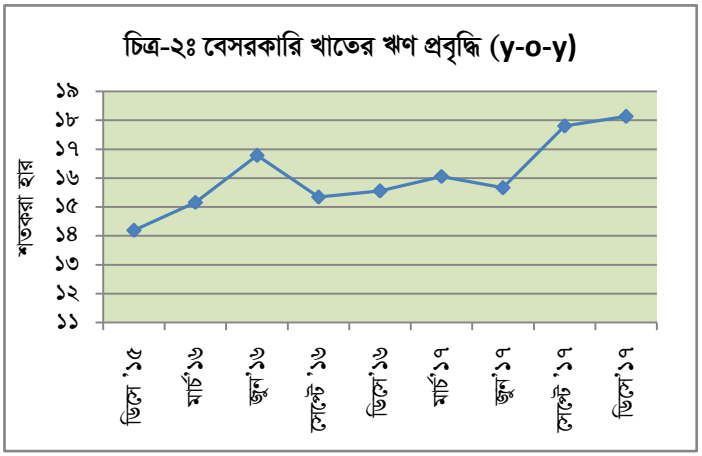

অভ্যন্তরীণ ঋণঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৯১৩৩.৪১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪.২৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৫২৫.৩৫ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে এ বৃদ্ধির হার ছিল ২.৫৫ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৭ (জানুয়ারি, ২০১৭ থেকে

ডিসেম্বর, ২০১৭) শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৪.৪৮ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১২.৩৪ শতাংশ।

অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ[১] এর স্থিতি ৭.৫৯ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ২.৯৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ১১.৫৩ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ৪.৬৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ৩.২২ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ৫.৭২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৩.২৪ শতাংশ এবং ৫.৪২ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৮.১৩ শতাংশ যা ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে ছিল ১৫.৫৫ শতাংশ (চিত্র-২)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের ঋণের অংশ ডিসেম্বর ২০১৬ শেষের ৮৬.১৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে দাঁড়ায় ৮৮.৯২ শতাংশ।

নীট বৈদেশিক সম্পদ ঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA) এর পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ০.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৬৪০.২৪ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১.৩৭ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ০.২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ এর পরিমাণ ৬.৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে ১৮.১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

রিজার্ভ মুদ্রা ঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২১৫২.৬০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২১৬৯.৮৪ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ৪.১৮ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ০.৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় যথাক্রমে ২.৭১ শতাংশ ও ১.০৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণের পরিমাণ ২৫.৪৪ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৬২.৮৩ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৭ (জানুয়ারি, ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৭) শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণের পরিমাণ ৪৩.৬৬ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৮১.৯৫ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে ডিসেম্বর ২০১৭ (জানুয়ারি, ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৭) শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০.৮২ শতাংশ। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৯.৫৩ শতাংশ (চিত্র-৩)।

চিত্র-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

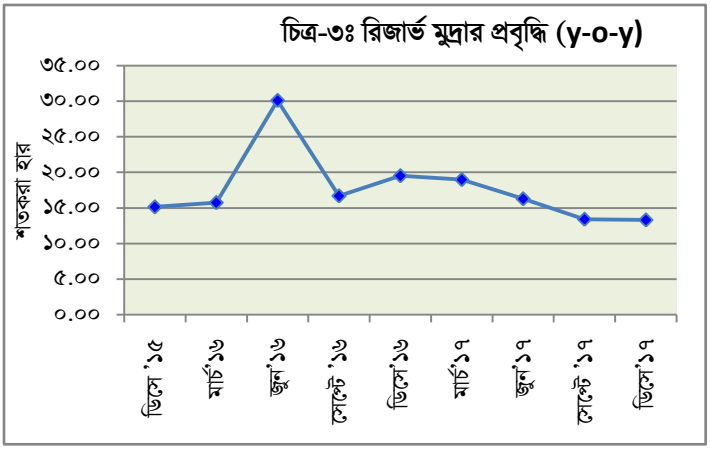

[১] accrued interest সহ

মূল্যস্ফীতি

আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য কিছুটা উর্দ্ধমুখী প্রবণতা বিদ্যমান থাকায় এবং সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক/মানব সৃষ্ট দুর্যোগ (বন্যা, হাওড় এলাকায় জলোচ্ছাস, রোহিঙ্গা শরনার্থীদের অনুপ্রবেশ) এর ফলে দেশে খাদ্য উৎপাদন এবং সরবরাহের উপর চাপ সৃষ্টির সূত্রে খাদ্য-মূল্যস্ফীতিতে উর্দ্ধমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বারো মাসের গড়ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'১৭ শেষের ৫.৫৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর'১৭ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৭০ শতাংশ (চিত্র-৪)। গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'১৭ শেষের ৬.৭২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর'১৭ শেষে দাঁড়িয়েছে ৭.১৭ শতাংশ। অপরদিকে, গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'১৭ শেষের ৩.৮১ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ডিসেম্বর'১৭ শেষে দাঁড়িয়েছে ৩.৫১ শতাংশ। পয়েন্ট-টু-পয়েন্টভিত্তিক সাধারণ মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর'১৭ শেষের ৬.১২ শতাংশ থেকে হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে ডিসেম্বর'১৭ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৮৩ শতাংশ।

চিত্র-৪ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬=১০০)

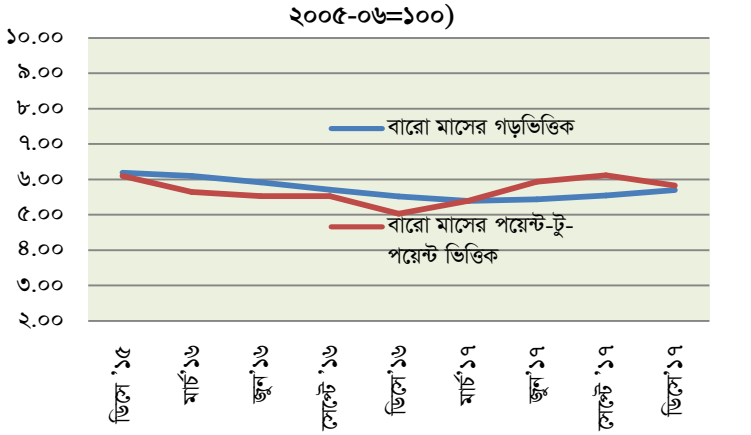

তারল্য পরিস্থিতি ঃ ডিসেম্বর, ২০১৭ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫০৪.৬১ বিলিয়ন টাকা (চিত্র-৫)। এর মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ এর পরিমাণ ১৬৩৫.৪২ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৬৫.৩০ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ৭৫৩.২৮ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৩০.০৮ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ১১৫.৯১ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৪.৬৩ শতাংশ) (চিত্র-৬)। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৬৮৬.৭২ বিলিয়ন টাকা।

চিত্র-৫ঃ মোট তরল সম্পদ

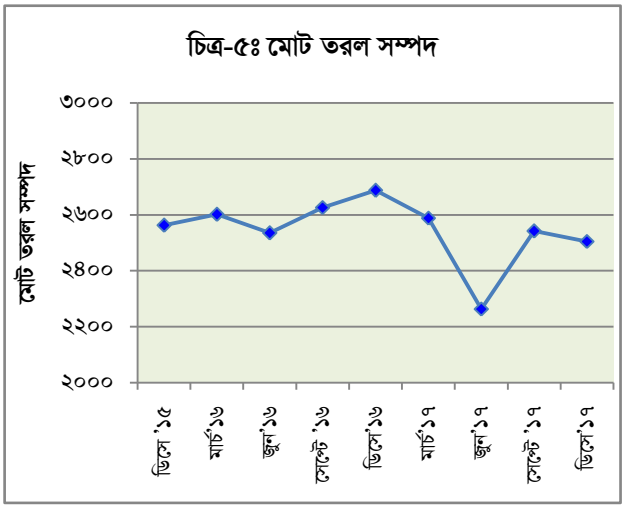

চিত্র-৬ঃ ব্যাংকসমূহের তারল্য পরিস্থিতি (ডিসেম্বর ২০১৭)

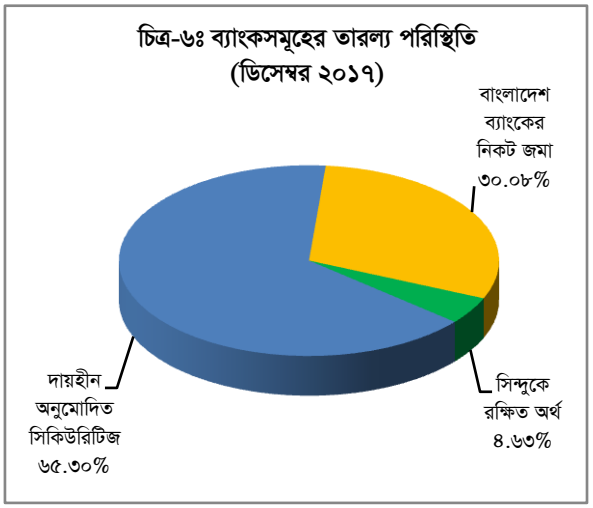

৩। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনার পাশাপাশি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার যথাক্রমে শতকরা ৭.২৫ ও ৫.২৫ ভাগ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৬.৭৫ ভাগ ও শতকরা ৪.৭৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

কল মানি ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ১.৮০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.৫০ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। যে কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক এর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ৪২৯০.০০ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৪৬৬৭.২৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৩৭৭.২৪ বিলিয়ন টাকা বা ৮.০৮ শতাংশ কম।

রেপো ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রেপো এর ০২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে ০৭ দিন মেয়াদি ২.০৪ বিলিয়ন টাকার ০২ টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং তার মধ্যে ১.৯৪ বিলিয়ন টাকার ০২ টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের সুদের হার ছিল ৬.৭৫ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের তারল্য সহায়তা সুবিধা বা Liquidity Support Facility (LSF) এর জন্য রেপো এর ০১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ০১ দিন মেয়াদি ৩.০৪ বিলিয়ন টাকার ০২ টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং তা গৃহীত হয়েছিল। গৃহীত দরপত্রের সুদের হার ছিল ৬.৭৫ শতাংশ।

রিভার্স রেপো ঃ সার্বিকভাবে বাজারে তারল্য পরিস্থিতি সন্তোষজনক থাকায় অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও রিভার্স রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিল ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ০৯টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামের মধ্যে ৯১ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৪টি, ১৪ ও ৯১ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ১টি, ৯১ ও ১৮২ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ১টি, ৯১ দিন ও ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ২টি এবং ১৪, ৯১ ও ১৮২ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ১১৩.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩৪৭.৮৭ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ৫৭৫টি দরপত্র পাওয়া যায় যার বিপরীতে ১১৩.০০ বিলিয়ন টাকার ১৮৫টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ দাখিলকৃত দরপত্রের ৩২.৪৮ শতাংশ এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ১০০.০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর কোন ডিভল্ব করা হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭) মোট ১২৭.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দাখিলকৃত ৩৩২.৬০ বিলিয়ন টাকার দরপত্র হতে ১২৫.৭০ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়েছিল যা ছিল উক্ত সময়ে দাখিলকৃত দরপত্রের ৩৭.৭৯ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ৯৮.৯৮ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ১.৩ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। ডিভল্বমেন্টের হার ছিল লক্ষ্যমাত্রার ১.০২ শতাংশ। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও এবং গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সকল মেয়াদি সরকারি ট্রেজারি বিলের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয়ের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ২.৯৭ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.৪৩ শতাংশ যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ছিল সর্বনিম্ন ৩.৭৪ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.৪২ শতাংশ। অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে এ হারের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ২.৯৭ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.১৬ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ১১৩.০০ বিলিয়ন টাকার ট্রেজারি বিল গৃহীত এবং ১৫৯.০০ বিলিয়ন টাকার বিভিন্ন মেয়াদি

ট্রেজারি বিলের মেয়াদ পূর্তির ফলে ত্রৈমাসিক শেষে (৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭) ট্রেজারি বিলের নীট স্থিতি পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের স্থিতি ২৪৯.০০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪৬.০০ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ২০৩.০০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের স্থিতি ২৬২.৫৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৫৯.৫৫ বিলিয়ন টাকা কম।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে ২-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০১টি, ৫-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০২টি, ১০-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০২টি এবং ১৫-বছর ও ২০-বছর (একত্রে) মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০১টি সহ মোট ০৬টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত ৫৭.০০ বিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯৯.৭৯ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ৩১৩টি দরপত্রের মধ্যে ৪৭.৮১ বিলিয়ন টাকার ১৮৪টি দরপত্র গৃহীত হয়। এ সময়ে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ ছিল দাখিলকৃত দরপত্রের ৪৭.৯১ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ৮৩.৮৮ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ৯.১৯ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। ডিভল্বমেন্টের হার লক্ষ্যমাত্রার ১৬.১২ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭) মোট ৬৭.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৪৬.৫০ বিলিয়ন টাকার দাখিলকৃত দরপত্রের মধ্যে ৬৫.৮৬ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ১.১৪ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৫.০৩৪৫ শতাংশ থেকে ৮.২৪৭৭ শতাংশ এবং ৫.১৪০০ শতাংশ থেকে ৮.৭০০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩২১.৭৩ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭) শেষের স্থিতির তুলনায় ১৩.৫০ বিলিয়ন টাকা (১.০৩ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩০.২৩ বিলিয়ন টাকা (২.৩৪ শতাংশ) বেশি।

০৭-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে ০৭-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৬৩টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ১৫১৯.৭৫ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৬৯৮টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা ছিল ২.৯৭ শতাংশ থেকে ২.৯৮ শতাংশ। ডিসেম্বর, ২০১৭ শেষে ০৭ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ৯২.৭৪ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭) ১৬৪০.৩৫ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৭২২টি দরপত্র পাওয়া যায় যার সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

১৪-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে ১৪-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৫৬টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ৭৫১.৩০ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যে ১৩০টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয়ের হারের পরিসীমা ছিল ২.৯৬ শতাংশ থেকে ২.৯৮ শতাংশ। ডিসেম্বর, ২০১৭ শেষে ১৪ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ৭২.৩০ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭) ৫৭১.৫০ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৯৮টি দরপত্র পাওয়া যায় যার সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩০-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে ৩০-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৫০টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে ৬৭.৯৯ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৭৭টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং

সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা ছিল ২.৯৬ শতাংশ থেকে ২.৯৭ শতাংশ। ডিসেম্বর, ২০১৭ শেষে ৩০ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ১০.৯৯ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৭) ৪৫.৬৯ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৫৯টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমানত ও আগামের সুদ হারঃ ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় বৃদ্ধি ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৯১ শতাংশ। সেপ্টেম্বর ২০১৭ এবং ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৪.৯০ শতাংশ ও ৫.২২ শতাংশ (চিত্র-৭)। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৩৫ শতাংশ। সেপ্টেম্বর ২০১৭ এবং ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৯.৪৫ শতাংশ ও ৯.৯৩ শতাংশ (চিত্র-৭)। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সুদ হার ব্যবধান (Spread) ০.১১ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৪৪ শতাংশ।

চিত্র ৭-ঃ আমানত ও আগামের সুদ হার

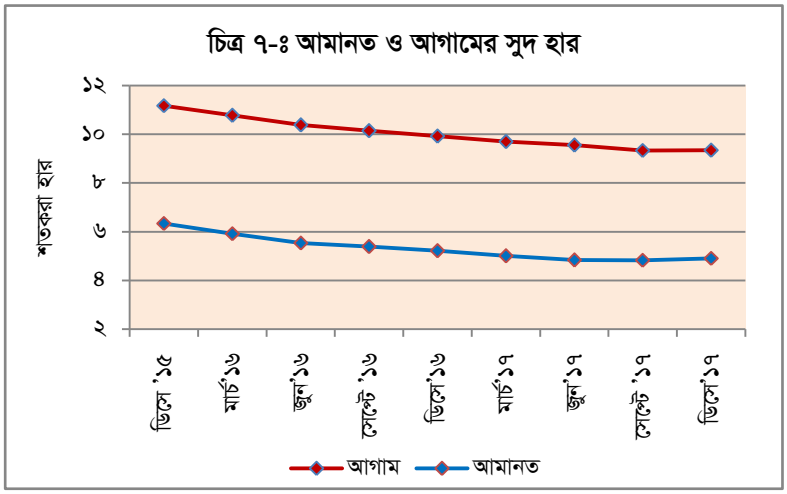

৪। বিনিময় হার পরিস্থিতি ঃ

(ক) নমিনাল বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)ঃ ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান সেপ্টেম্বর ২০১৭ শেষের ৮০.৮০ টাকা থেকে শতকরা ২.৩ ভাগ অবচিতি হয়ে ৮২.৭০ টাকায় দাঁড়ায় (চিত্র-৮)। ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ৪.৮৪ ভাগ অবচিতি হয়। ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল ৭৮.৭০ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ৯১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে। কিন্তু এ সময়ে কোন মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ১৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছিল কিন্তু কোন মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি। উল্লেখ্য, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার হতে মোট ১৯৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় এবং ১৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছিল।

চিত্র ৮-ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

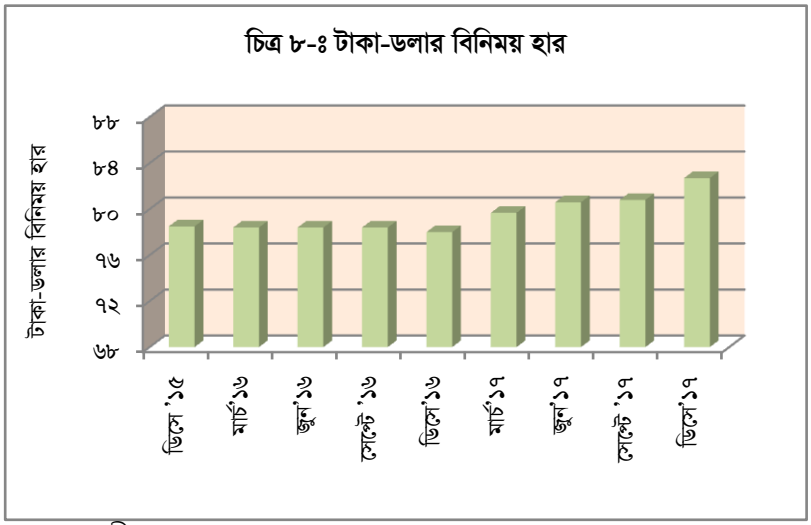

(খ) **প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার** (Real Effective Exchange Rate) ঃ সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক সেপ্টেম্বর শেষের ১০২.৯৯ থেকে ২.০৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১০০.৮৯ এ দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ০.৪৪ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ৩.৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৫। বৈদেশিক খাত ঃ জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৬.৯ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৭.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৫.৭ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২৩.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৫.৪ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২১.০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯৭৮[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২৯৪৭[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৭ শেষে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৯৭৮[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ হিসাবে ১০৮২[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল। আলোচ্য সময়ে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৮৫[সা/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৭৭০[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ঃ ডিসেম্বর, ২০১৭ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩২২৬.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চিত্র-৯) যা প্রায় ৭.৩৪ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩২০৯২.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৮.৩৫ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২৮১১.৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চিত্র-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

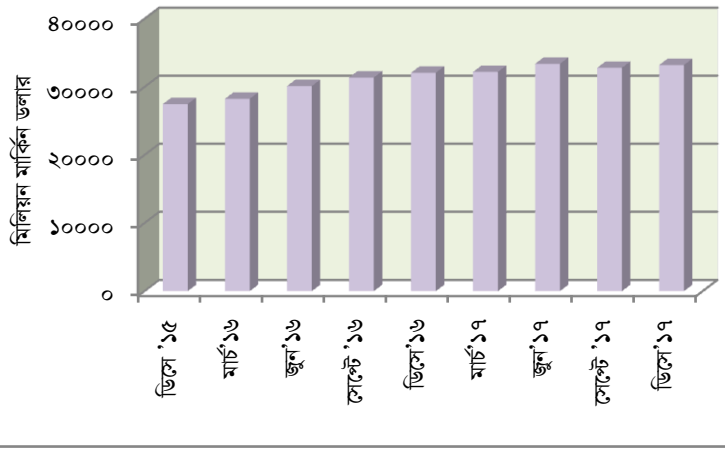

স= সংশোধিত।

সা=সাময়িক।

অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক পরিস্থিতি সংযোজনী-১ এবং অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- বাংলাদেশে বসবাসকারী এবং উপার্জনকারী বিদেশী নাগরিকরা প্রতি মাসে তাদের নীট উপার্জনের সর্বোচ্চ ৭৫ শতাংশ রেমিট্যান্স হিসেবে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবাসন করতে পারে। তবে, এক্ষণ থেকে তারা নিজ নিজ দেশ ছাড়াও অন্যান্য দেশে বসবাসরত তাদের পরিবারের সদস্যদের নিকট উক্ত রেমিট্যান্স প্রেরণ করতে পারবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

- সুনির্দিষ্ট পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রপ্তানীমুখী বস্ত্র এবং চামড়াজাত পন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মূলধনী যন্ত্রপাতি ও আনুসঙ্গিক উপকরণ আমদানির পাশাপাশি এখন থেকে গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড (GTF) তহবিল এর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। উক্ত তহবিল এর পরিধি বৃদ্ধির জন্য এখন থেকে রপ্তানীমুখী পাটজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থায়ন/পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের বিষয়টিও GTF এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

- ব্যাংক ও আর্থিক খাতে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত 'Code of Conduct for Banks and Non Banks Financial Institutions" এর আলোকে বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকসমূহকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখের মধ্যে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে " Code of Conduct " প্রণয়ন করার পাশাপাশি ১ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখ থেকে উক্ত "Code of Conduct" অনুযায়ী দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

- বিদেশ হতে বাংলাদেশে আগমনকালে এবং বাংলাদেশ হতে বহিঃর্গমনকালে মাথাপিছু বহনযোগ্য বাংলাদেশী কারেন্সির পরিমাণ ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) হতে বর্তমানে ১০০০০ /- (দশ হাজার) টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

- আগামী ১ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখ হতে প্রত্যেক MFS (Mobile Financial Services) গ্রাহক তার ব্যক্তি মোবাইল হিসাবে সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা স্থিতি রাখতে পারবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

উপসংহার

সর্বোপরি, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মুদ্রানীতির গৃহীত ব্যবস্থাদির কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি (এম২, অভ্যন্তরীণ ঋণ, রির্জাভ মানি ইত্যাদি) মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক ছিল। অপরদিকে, ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের মাত্রা প্রতিবেশী ও তুলনীয় দেশগুলোর চেয়ে বেশি থাকায় তা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মুদ্রানীতি কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক খাতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ; যেমন ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নির্দেশনা কঠোরকরণ, অনসাইট ও অফসাইট সুপাভিশন জোরদারকরণ এবং কর্পোরেট সুশাসন ও জবাবদিহিতার ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ)

কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক অবস্থা অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	ডিসেম্বর ২০১৭	সেপ্টেম্বর ২০১৭	জুন ২০১৭	ডিসেম্বর ২০১৬	সেপ্টেম্বর ২০১৬	ডিসেম্বর ২০১৫	পরিবর্তনসমূহ				
							সেপ্টেম্বর'১৭ এর	জুন'১৭ এর	সেপ্টেম্বর'১৬ এর	ডিসেম্বর' ১৬ এর	ডিসেম্বর' ১৫ এর
							তুলনায় ডিসেম্বর'১৭	তুলনায় সেপ্টেম্বর '১৭	তুলনায় ডিসেম্বর' ১৬	তুলনায় ডিসেম্বর' ১৭	তুলনায় ডিসেম্বর'১৬
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৬৪০.২৪	২৬৩০.৫৪	২৬৬৬.৯৭	২৪৭২.৪৮	২৪৬৭.৪৬	২০৯৩.১৭	৯.৭০	-৩৬.৪৩	৫.০২	১৬৭.৭৬	৩৭৯.৩১
							(০.৩৭)	-(১.৩৭)	(০.২০)	(৬.৭৯)	(১৮.১২)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	৭৯১৯.৮৫	৭৬৫৬.৪৬	৭৪৯৩.৮০	৭০৬৮.০৬	৬৮৪৭.৭৭	৬২৮৭.৯৭	২৬৩.৩৯	১৬২.৬৬	২২০.২৯	৮৫১.৭৯	৭৮০.০৯
							(৩.৪৪)	(২.১৭)	(৩.২২)	(১২.০৫)	(১২.৪১)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	**৯৫২৫.৩৫**	**৯১৩৩.৪১**	**৮৯০৬.৭৩**	**৮৩২০.৩৯**	**৮০৯৭.১৩**	**৭৪০৬.৪৫**	৩৯১.৯৪	২২৬.৬৮	২২৩.২৬	১২০৪.৯৬	৯১৩.৯৪
							(৪.২৯)	(২.৫৫)	(২.৭৬)	(১৪.৪৮)	(১২.৩৪)
i) সরকারি খাত (নীট)	৮৭২.৬৬	৯৪৪.৩৮	৯৭৩.৩৪	৯৮৬.৩৯	১১৩৬.৬৪	১০৩৪.৮৯	-৭১.৭২	-২৮.৯৬	-১৫০.২৫	-১১৩.৭৩	-৪৮.৫০
							-(৭.৫৯)	-(২.৯৮)	-(১৩.২২)	-(১১.৫৩)	-(৪.৬৯)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	১৮২.৪৭	১৭৬.৭৭	১৭২.৮০	১৬৩.৮০	১৫৯.১২	১৬৬.৪৯	৫.৭০	৩.৯৭	৪.৬৮	১৮.৬৭	-২.৬৯
							(৩.২২)	(২.৩০)	(২.৯৪)	(১১.৪০)	-(১.৬২)
iii) বেসরকারি খাত	৮৪৭০.২২	৮০১২.২৬	৭৭৬০.৫৯	৭১৭০.২০	৬৮০১.৩৭	৬২০৫.০৭	৪৫৭.৯৬	২৫১.৬৭	৩৬৮.৮৩	১৩০০.০২	৯৬৫.১৩
							(৫.৭২)	(৩.২৪)	(৫.৪২)	(১৮.১৩)	(১৫.৫৫)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১৬০৫.৫০	-১৪৭৬.৯৫	-১৪১২.৯৩	-১২৫২.৩৩	-১২৪৯.৩৬	-১১১৮.৪৮	-১২৮.৫৫	-৬৪.০২	-২.৯৭	-৩৫৩.১৭	-১৩৩.৮৫
							(৮.৭০)	(৪.৫৩)	(০.২৪)	(২৮.২০)	(১১.৯৭)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	**১০৫৬০.০৯**	**১০২৮৭.০০**	**১০১৬০.৭৭**	**৯৫৪০.৫৪**	**৯৩১৫.২৩**	**৮৩৮১.১৪**	২৭৩.০৯	১২৬.২৩	২২৫.৩১	১০১৯.৫৫	১১৫৯.৪০
							(২.৬৫)	(১.২৪)	(২.৪২)	(১০.৬৯)	(১৩.৮৩)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	২৩৩৭.৭৫	২৩১৩.২৩	২৪০০.৭৯	২০৪৪.৪৬	২০১৩.৮৮	১৬৮৩.১৯	২৪.৫২	-৮৭.৫৬	৩০.৫৮	২৯৩.২৯	৩৬১.২৭
							(১.০৬)	-(৩.৬৫)	(১.৫২)	(১৪.৩৫)	(২১.৪৬)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	১২৯১.৩১	১৩২৮.২৩	১৩৭৫.৩২	১১৩১.৫৩	১১৮১.২৯	৯২৫.৪৫	-৩৬.৯২	-৪৭.০৯	-৪৯.৭৬	১৫৯.৭৮	২০৬.০৮
							-(২.৭৮)	-(৩.৪২)	-(৪.২১)	(১৪.১২)	(২২.২৭)
ii) তলবি আমানত	১০৪৬.৪৩	৯৮৫.০০	১০২৫.৪৭	৯১২.৯৩	৮৩২.৫৯	৭৫৭.৭৪	৬১.৪৩	৪০.৪৭	৮০.৩৪	১৩৩.৫০	১৫৫.১৯
							(৬.২৪)	-(৩.৯৫)	(৯.৬৫)	(১৪.৬২)	(২০.৪৮)
খ) মেয়াদি আমানত	৮২২২.৩৫	৭৯৭৩.৭৭	৭৭৫৯.৯৮	৭৪৯৬.০৮	৭৩০১.৩৫	৬৬৯৭.৯৫	২৪৮.৫৮	২১৩.৭৯	১৯৪.৭৩	৭২৬.২৭	৭৯৮.১৩
							(৩.১২)	(২.৭৬)	(২.৬৭)	(৯.৬৯)	(১১.৯২)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	২১৬৯.৮৪	২১৫২.৬	২২৪৬.৫৯	১৯১৪.৯৮	১৮৯৮.০৮	১৬০২.১৫	১৭.২৪	-৯৩.৯৯	১৬.৯০	২৫৪.৮৬	৩১২.৮৩
							(০.৮০)	-(৪.১৮)	(০.৮৯)	(১০.৮২)	(১৯.৫৩)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৫৩৪.৯৮	২৫০৮.১০	২৫২০.২৭	২৩৫৫.৩৯	২৩৩০.৭২	১৯৬৫.০৮	২৬.৮৮	-১২.১৭	২৪.৬৭	১৭৯.৫৯	৩৯০.৩১
							(১.০৭)	-(০.৪৮)	(১.০৬)	(৭.৬২)	(১৯.৮৬)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-৩৬৫.১৪	-৩৫৫.৫	-২৭৩.৬৮	-৪৪০.৪১	-৪৩২.৬৪	-৩৬২.৯৩	-৯.৬৪	-৮১.৮২	-৭.৭৭	৭৫.২৭	-৭৭.৪৮
							(২.৭১)	(২৯.৯০)	(১.৮০)	-(১৭.০৯)	(২১.৩৫)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত	৯২.৩৯	৬৬.৯৫	১২৯.৭৮	৪৮.৭৩	১০.০৪	-৩৩.২২	২৫.৪৪	-৬২.৮৩	৩৮.৬৯	৪৩.৬৬	৮১.৯৫
সরকারি খাতে নীট ঋণ							(৩৮.০০)	-(৪৮.৪১)	(৩৮৫.৩৬)	(৮৯.৬০)	-(২৪৬.৬৯)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৩৩২২৬.৯০	৩২৮১৬.৬০	৩৩৪০৬.৬০	৩২০৯২.২০	৩১৩৮৫.৯০	২৭৪৯৩.৩০					
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)											
৭। মোট তরল সম্পদ(বিলিয়ন টাকায়)	২৫০৪.৬১	২৫৪১.৯১	২২৬৩.৫২	২৬৮৬.৭২	২৬২৫.৭৮	২৫৬২.১৫					
৮। টাকা-ডলার বিনিময় হার	৮২.৭০	৮০.৮০	৮০.৬০	৭৮.৭০	৭৮.৪০	৭৮.৫০					
(মাস শেষে)											
৯। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	১০০.৮৯	১০২.৯৯	১০২.১৪	১০৮.৩০	১০৪.১৯	১০১.৪					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)											
১০। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	৫.৭০	৫.৫৫	৫.৪৪	৫.৫১	৫.৭১	৬.১৯					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)											

নোটঃ বন্ধনীভূক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।